পরিষেবার অধিকার: দিনক্ষণ বেঁধে দিল রাজ্য

বাপ্পাদিত্য রায়চৌধুরী • কলকাতা

কোনও কলেজ পড়ুয়া তাঁর মার্কশিটটি খুইয়ে একটি ডুপ্লিকেটের জন্য আবেদন করে মাস ছয়েক বসে আছেন, অথচ তা হাতে পাননি, এমন নজির অনেক। একটি রেশন কার্ডের নাম সংশোধন করতে জুতোর সুখতলা খয়ে গিয়েছে, এমন উদাহরণও এরাজ্যে অহরহ মিলবে। সরকারি কর্মীরা কাজ করেন না—এমন অভিযোগ দীর্ঘদিনের। তাই প্রশাসনের গা থেকে কর্মচারীদের 'আসি যাই মাইনে পাই' তকমা ঝেড়ে ফেলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে কর্ম সংস্কৃতির হাল ফেরাতে গত মার্চ মাসেই তিনি ঘোষণা করেন, নয়া আইন আনবেন, যেখানে কাজ না করলে শাস্তির মুখে পড়তে হবে সরকারি কর্মীদের। চলতি মাসের মাঝামাঝি এই বিল পেশ হয় বিধানসভায়। দপ্তরে দপ্তরে নির্দেশ যায়, কোন কাজ কোন সময়ের মধ্যে কর্মচারীরা করতে পারবেন, তা স্থির করে চূড়ান্ত করতে হবে। যদি সেই সময়সীমার মধ্যে কাজ না হয়, তবে সাধারণ মানুষ কাকে অভিযোগ করবেন, তাও নির্দিষ্ট করে দিতে হবে দপ্তরকে। একজনকে অভিযোগ করলে যদি কাজ না হয়, সেক্ষেত্রে তার উপর মহলে কার কার কাছে অভিযোগ দায়ের করা যাবে, তাও চূড়ান্ত করতে হবে। ইতিমধ্যেই সেই সময়সীমা চূড়ান্ত করেছে বেশ কয়েকটি দপ্তর। যে যে পদমর্যাদার অফিসারকে অভিযোগ জানানো যাবে, তার তালিকাও চূড়ান্ত করেছে সেইসব দপ্তর। তাদের গেজেট নোটিফিকেশন হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই।

প্রশাসনিকসূত্রে যে খবর, যে যে দপ্তর ইতিমধ্যেই পরিষেবার অধিকার দেওয়ার ছক কষে

ফেলেছে, সেগুলি হল, খাদ্য, পুর, নগরোন্নয়ন, উচ্চ ও স্কুলশিক্ষা, পরিবহণ, অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ, শিশু ও নারী কল্যাণ, কারিগরি শিক্ষা, ভূমি ও ভূমি সংস্কার, পরিবেশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর। অনেকটাই কাজ এগিয়েছে কৃষি, পঞ্চায়েত, বিদ্যুৎ এবং সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরে।

মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছিলেন, প্রথম স্তরে সব দপ্তরকে দিয়ে তিনি পরিষেবার অধিকার আইন লাগু করবেন না। কয়েকটি দপ্তর, যেগুলির সঙ্গে সাধারণ মানুষের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, সেগুলির মাধ্যমেই চালু হবে পরিষেবা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী যা চেয়েছিলেন, তারচেয়ে বেশি বেশ কয়েকটি দপ্তর চূড়ান্ত করে ফেলেছে তাদের পরিষেবা প্রদানের সময় সারণি। এটি যেমন একদিক থেকে আশার কথা, তেমনই পরিষেবার ব্লু-প্রিন্ট নিয়ে কয়েকটি অভিযোগও উঠেছে।

কী সেই অভিযোগ? ধরা যাক পুর বিষয়ক দপ্তরের কথাই। তারা যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, সেখানে বলা হয়েছে, কোন কোন পুরসভা কী কী কাজ কতদিনে করবে, তার হিসাব দাখিল করা সম্ভব নয়। কারণ, পুরসভাগুলির ভৌগলিক, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এক একরকম। তারা সেক্ষেত্রে নিজেদের মতো হিসাব পেশ করে বলবে, কোন কাজ কতদিনে হবে। কিন্তু কবে তারা তা পেশ করবে, তা সকলের অজানা। রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ, যাঁরা পুরসভার আওতায় থাকেন, তাঁরা কোন পরিষেবা কবে পাবেন, তার কোনও ঠিকঠিকানা নেই। পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রশাসনিক মহলে। যদিও পঞ্চায়েত দপ্তরের কাজ এগিয়েছে অনেকটাই। তেমনই ভূমি ও ভূমি সংস্কার বা পরিবেশের মতো দপ্তরগুলিতে ছোটখাট অনেক পরিষেবাকেই রাখা হয়নি এই আইনের আওতায়।